ভোরের কাগজ

তারিখ ... SEP 04 1999 ...
পৃঃ ৭ কলাম ২

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগে যোগ্যতা বিচার করা হচ্ছে না

ছাত্র রাজনীতিকে দল থেকে বিচ্ছিন্ন করার সুপারিশ করছে মঞ্জুরি কমিশন

মানস ঘোষ/পিনাকী রায় : বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতা সম্পর্কে নীতিমালা থাকলেও তা মানা হচ্ছে না। শিক্ষকদের যোগ্যতা ও মান উন্নয়ন মূল্যায়ন না করে পদোন্নতি দানের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের জ্ঞান ও মর্যাদা ক্রমশই নিম্নগামী হচ্ছে। ছাত্র রাজনীতি জাতীয় রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে এবং সন্ত্রাস বাড়ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) ১৯৯৮ সালের প্রকাশিতব্য প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। প্রতিবেদনটি শিগগিরই প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতিবেদনে কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জটের কারণ হিসেবে ছাত্র রাজনীতি এবং শিক্ষকদের নিজ নিজ দায়িত্বের প্রতি উদাসীন ভাবের কথা উল্লেখ করেছে। এ অবস্থা উত্তরণে মঞ্জুরি কমিশন ছাত্র রাজনীতিকে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলো থেকে পৃথক করার কথা বলেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরা স্বাভাবিক শিক্ষাদান ব্যাহত করছেন। এসব বিষয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনুদান বৃদ্ধির বিষয়ে মঞ্জুরি কমিশন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

প্রতিবেদনে উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান নিম্নমুখী হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, অতীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে নির্বাচন ও নিয়োগের ক্ষেত্রে যত্ন ও সতর্কতা অবলম্বন করা হতো। পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে গুণগত মান রক্ষার বিষয়টি গৌণ হয়ে পড়ে। বর্তমানে শিক্ষকদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক কোনো পরিবেশ না থাকায় গবেষণার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের উদাসীন ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের মর্যাদা, মান ও জ্ঞান ক্রমশ নিম্নগামী হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জটের জন্য ছাত্র রাজনীতি ও শিক্ষকদের উদাসীনতাকে দায়ী করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি অস্বাভাবিক অপ্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের জীবন থেকে মূল্যবান বছর হারিয়ে যায়। তার সঙ্গে রয়েছে দায়িত্বের প্রতি শিক্ষকদের উদাসীনতা। যেমন নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা না নেওয়া, যথাসময়ে উত্তরপত্র পরীক্ষা না করা ইত্যাদি।

এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে ছাত্র রাজনীতিকে জাতীয় রাজনীতি থেকে পৃথক করার সুপারিশ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, ছাত্রদের রাজনৈতিক অধিকার থাকতে পারে। কিন্তু তা যেন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের একাডেমিক পরিবেশের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি না করে এবং অন্যের অধিকারের উপর হুমকি না হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষকরা নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুমতি না নিয়ে বা কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করছেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খণ্ডকালীন শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করে না। মঞ্জুরি কমিশন এ বিষয়টির প্রতিও সরকারকে দৃষ্টি দিতে বলেছে।

মঞ্জুরি কমিশন মনে করে উচ্চ শিক্ষা বর্তমান যুগে অত্যন্ত ব্যয়বহুল। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চাহিদা অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করা সম্ভব হলে উচ্চ শিক্ষার প্রসার এবং গুণগতমানের অধিকতর উন্নয়ন হতো। কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা খাতের মঞ্জুরি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৮০-৮৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাখাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল মোট শিক্ষা খাতের ৬ দশমিক ১৯ ভাগ। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে তা দাঁড়িয়েছে শতকরা ১ দশমিক ১ ভাগে এবং তা ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে আরো হ্রাস পেয়েছে। এ বরাদ্দের শতকরা ৬৮ ভাগ ব্যয় হয় শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধে। অন্যান্য প্রশাসনিক ও মেরামত, সংস্কার ব্যয়ের পর শিক্ষার আনুষঙ্গিক খাতে বেশি ব্যয় সম্ভব হয় না। মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিবেদনে, মানবসম্পদ উন্নয়নে উচ্চ শিক্ষার অবদান অধিকতর কার্যকরী করতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে।